প্রথম আলো

তারিখ 06 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

হাজারীবাগে নতুন রূপে পুরোনো বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

হাজারীবাগের নীলাম্বর সাহা রোডের প্রায় শেষ দিকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ভবনটি ছয়তলা। দেখতে নতুন মনে হয়। এলাকার মধ্যে এখানে সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষার্থী পড়ছে। নতুন ভবন ও অবকাঠামোয় শিক্ষার্থীরাও সন্তুষ্ট। এটি নবাবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গতকাল সোমবার বিদ্যালয়টি দেখতে গিয়ে ঢুকতে হলো পাশের আরেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গেট দিয়ে। এলাকার লোকজনও বিদ্যালয়টিকে পাশের আরেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি অংশ মনে করেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের বয়স ৮৭ বছর।

গেটের ভেতরে কয়েকজন অভিভাবক বসে আছেন। সালমা বেগমের মেয়ে এই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। ছুটি হলে মেয়েকে নিয়ে যাবেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে বললেন, 'স্কুল তো ভালোই। আমার মেয়ে রেজাল্টও ভালো করছে।'

খেলার মাঠ বলতে ভবনের সামনে একচিলতে জায়গা। একটি শহীদ মিনারও আছে। বিদ্যালয়ে সুনসান নীরবতা। দুজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী জানালেন, পরীক্ষা চলছে।

নতুন ভবন। সবকিছুই ঝকঝকে-তকতকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূরে আলম সিদ্দীকী নয় বছর ধরে এখানে আছেন। বিদ্যালয়ের নামে একে চিনতে না পারার কারণ হিসেবে বললেন, 'সালেহার প্রাইমারি স্কুল' নামে সবাই চেনে। পাশের 'সালেহা স্কুল অ্যান্ড কলেজ'টিও বেশ পুরোনো। যেহেতু স্কুলের সঙ্গে কলেজ আছে, তাই তাদের পরিচিতি বেশি।

তিনি আরও বলেন, এটি দেশের প্রথম ছয়তলা প্রাথমিক স্কুল। বিদ্যালয়ে চারতলা পর্যন্ত ক্লাস হয়। মোট ৩৫টা শ্রেণিকক্ষ। তবে স্কুলটিতে লিফট নেই। প্রধান শিক্ষক বলেন, বিদ্যালয় করার বাজেটে লিফট নেই, তবে স্থানীয় সাংসদ ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলেছেন।

আগে বিদ্যালয়টি তিনতলা ছিল। শিক্ষার্থীও ছিল অনেক। পরে ২০১৪ সালে ভবন ভাঙা হয়। এটি এখন ছয়তলা করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে নতুন ভবনে ক্লাস শুরু হয়। ২০১৪-তে ভাঙা শুরু হলেও তাঁরা এই বিদ্যালয়টি ছেড়েছিলেন ২০১৩ সালেই। তখন পাশের ভাগলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস করা হতো। হাজারীবাগের মধ্যে এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী আছে। এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৩৪৬।

বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষক নূরজাহান আফরোজ বললেন, শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বেশি ছিল। প্রায় দুই হাজার। ভাগলপুর স্কুলে চলে গেলে তখন এতসংখ্যক শিক্ষার্থীকে জায়গা দেওয়া সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যায়।

পঞ্চম শ্রেণির ফাতেমা আক্তারের মাত্রই পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ফাতেমা বলে, 'স্কুল খুব ভালো। খেলতে পারি। সবকিছু পরিষ্কার থাকে।' পঞ্চম শ্রেণিরই আরেক শিক্ষার্থী বিলালেরও বিদ্যালয়টি পছন্দ।

শিক্ষক আছেন ১৫ জন। তবে এর মধ্যে দুজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন। প্রধান শিক্ষক জানান, প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক অনেক কম। শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে দরকার ২৬ জন শিক্ষক। পদ আছে ২৩টি। ভর্তির অনেক চাপ থাকে। চাইলেও সবাইকে ভর্তি করা যায় না।

বিদ্যালয়টি টানা তিন বছর ধরে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাস ধরে রেখেছে। প্রধান শিক্ষক বলেন, '২০১১ ও ১২ সালে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি এনেছি। পাসের রাইফেলস পাবলিক, ভিকারুননিসার মতো স্কুলের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়।'

শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসে। প্রধান শিক্ষকের আশা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় আরও ভালো করার।